যিল হজ্জ মাস ও কুরবানির শত মাস’আলা

সংকলন ও সম্পাদনাঃ

ড.মুহাম্মাদ সাইফুল্লাহ

المعهد الإسلامي العالمي للتعليم والبحوث

International Islamic Institute For Education & Research

Organized by, Cultural & Charitable Foundation,

House# 09, Road# 15, Sector# 14, Uttara . Dhaka -1230,

Contact: 01925786992, E-mail, iiiierbd@gmail.com

মাস'আলা: ০১. যিল হজ্জ মাসের চাঁদ দেখা গেলে অধিক পরিমাণে তাকবীর, তাহলীল ও তাহমীদ পাঠ করার সুন্নাত: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ أَيَّامٍ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ وَلَا أَحَبُّ إِلَيْهِ الْعَمَلُ فِيهِنَّ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنْ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ

এ দিন গুলোর সর্বোত্তম আমলের নির্দেশনা দিতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, সুতরাং তোমরা এ দিনগুলোতে অধিক পরিমাণে তাকবীর, তাহমীদ ও তাহলীল কর। অর্থাৎ আল্লাহু আকবার, আলহামদুলিল্লাহ ও লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়।[1]

মাস'আলা: ০২. ইদুল আযহার তাকবীর পাঠ করার সময় দুই ভাগে বিভক্ত

এক. মুতলাক বা সবসময়। অর্থাৎ যিল হজ্জ মাসের চাঁদ উদিত হওয়ার পর থেকে আরম্ভ করে আইয়্যামে তাশরীক তথা ১৩ই যিল হজ্জের সূর্যাস্ত পর্যন্ত যে কোন সময় তাকবীর পাঠ করা।

দুই. মুকায়্যাদ বা সময়ের সাথে নির্দিষ্ট: আর এটা হল; শুধুমাত্র ফরয নামাযের পর পর। অর্থাৎ ৯ তারিখ ফজরের ফরয নামাযের পর থেকে আরম্ভ করে আইয়্যামে তাশরীক তথা ১৩ই যিল হজ্জের আসরের নামায পর্যন্ত প্রত্যেক নামাযের পরপর তাকবীর দেয়া।

মাস'আলা: ০৩. তাকবীরের শব্দাবলীঃ

ক. আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার কাবীরা।[2]

---

[1]. **মুসনাদ আহমাদ: ৫৪৪৬; দারু কুতনী: ৩৭৬, হাদীসটি সহীহ; আহমাদ শাকের: ৭/২২৪।**

[2]. **বায়হাকী: ৩/৩১৬; ফাতহুল বারী: ২/৪৬২।**

খ. আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়াল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, ওয়া লিল্লাহিল হামদ।[3]

গ. আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, ওয়া লিল্লাহিল হামদ, আল্লাহু আকবার ওয়া আজাল, আল্লাহু আকবার আলা মা হাদানা।[4]

ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ বলেনঃ আব্দুল্লাহ ইবন ওমার ও আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুমা যিল হজ্জ মাসের প্রথম দশ দিনে বাজারে গেলে আওয়াজ করে তাকবীর বলতেন, ফলে (তাদের তাকবীর ধ্বনি শুনে) বাজারের মানুষেরাও তাদের সাথে তাকবীর বলতেন।[5]

তিনি আরও বলেনঃ উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু ঐ দিনগুলিতে মিনাতে তাঁর তাঁবুর ভিতর তাকবীর দিতেন, ফলে তাঁর তাকবীর ধ্বনি মসজিদের সবাই শুনতে পেতেন এবং তারাও তাকবীর বলতেন। আর তখন বাজারের সবাই এমনভাবে তাকবীর বলা আরম্ভ করতেন সে সমস্ত মিনা তাকবীর ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠতো।[6]

আব্দুল্লাহ ইবন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা ঐ দিনগুলিতে মিনাতে সব সময় তাকবীর পাঠ করতেন। এমনকি ফরয নামাজের পরে, বিছানাতে, তাঁবুতে, আসনে এবং পথ চলার সময়ও তাকবীর বলতেন।

মাস'আলা: ০৪. পুরুষ ও নারীদের তাকবীর বলা।

তাকবীর বলার ক্ষেত্রে মুস্তাহাব নিয়ম হচ্ছে, পুরুষেরা তাকবীর বলবে উচ্চ আওয়াজে, যেমনটি উমার, আব্দুল্লাহ ইবন ওমর এবং আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুম করতেন।

---

[3]. ইবনু আবী শায়বাহ: ৫৬৩২; তাবারনী: ৯৫৩৮; আলী ইবন আবু তালিব ও আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ এভাবে তাকবীর দিতেন।

[4]. বায়হাকী: ৩/৩১৫; ইরওয়াউল গালীল: ৩/১২৬।

[5]. সহীহ বুখারী: ২/২০।

[6]. সহীহ বুখারী: ২/২০।

আর মহিলারা আস্তে তথা নীচু আওয়াজে তাকবীর বলবে। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে মহিলারাও তাকবীর বলতেন। উম্মে আতিয়্যা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন যে, আমরা যেন ঋতুবতী মহিলাদেরকেও উভয় ঈদে ঈদগাহে নিয়ে যাই। তবে তারা নামাযের স্থান থেকে দূরে থাকবে (নামাযে শরীক হবে না) । কিন্তু তারা অন্যান্য কল্যাণ ও মুসলিমদের দুআয় শরীক হবে। তারা পুরুষদের পিছনে অবস্থান করবে এবং পুরুষদের সাথে তারাও তাকবীর বলবে।[7]

মাস'আলা: ০৫. কুরবানি দাতা যে সকল কাজ থেকে বিরত থাকবেন: কেউ কুরবানি দেয়ার ইচ্ছা করলে সে যিলহজ মাসের প্রথম তারিখ থেকে তার চুল, নখ অথবা শরীরের পশম কাটা থেকে বিরত থাকবে, কুরবানির পশু জবেহ করা পর্যন্ত।

হাদিসে এসেছে—

عن أم سلمة- رضى الله عنها- أن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: « إذا رأيتم هلال ذي الحجة، وأراد أحدكم أن يضحي، فليمسك عن شعره وأظفاره» . [رواه مسلم] وفي رواية له: « فلا يمس من شعره وبشره شيئا » ، وفي رواية: حتى يضحي.

উম্মে সালামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: তোমাদের মাঝে যে কুরবানি করার ইচ্ছে করে সে যেন যিল হজ্জ মাসের চাঁদ দেখার পর থেকে চুল ও নখ কাটা থেকে বিরত থাকে। ইমাম মুসলিম হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। তার অন্য একটি বর্ণনায় আছে—'সে যেন চুল ও চামড়া থেকে কোনো কিছু

[7]. ওমদাতুল আহকাম: হা. ১৪৯; সহীহ মুসলিম: ৮৯০।

স্পর্শ না করে। অন্য বর্ণনায় আছে ‘কুরবানির পশু যবেহ করার পূর্ব পর্যন্ত এভাবে বিরত থাকবে।’[৪]

মাস’আলা: ০৬. কুরবানি দাতার পরিবারের লোক জনের নখ, চুল ইত্যাদি কাঁটাতে কোনো সমস্যা নেই। বরং তাদের জন্য এটি জায়েয।

মাস’আলা: ০৭. কোন কুরবানি দাতা যদি তার চুল, নখ অথবা শরীরের কোনো পশম কেটে ফেলে, তার জন্য উচিৎ ইস্তিগফার করা, পুনরাবৃত্তি না করা, তবে এ জন্য কোনো কাফফারা নেই এবং এ জন্য কুরবানিতে কোনো ক্ষতি হবে না।

মাস’আলা: ০৮. যদি ভুলে, অথবা না জানার কারণে অথবা অনিচ্ছাসত্বে কোনো চুল পড়ে যায়, তার কোনো গুনাহ হবে না। আর যদি সে কোনো কারণে তা করতে বাধ্য হয়, তাও তার জন্য জায়েয, এ জন্য তার কোনো কিছু প্রদান করতে হবে না। যেমন নখ ভেঙ্গে গেলে, ভাঙ্গা নখ তাকে কষ্ট দিচ্ছে সে তা কর্তন করতে পারবে, তদ্রূপ কারো চুল লম্বা হয়ে চোখের উপর চলে আসছে সেও চুল কাটতে পারবে অথবা কোনো চিকিৎসার জন্যও চুল ফেলতে পারবে।

মাস’আলা:০৯. কুরবানি দাতা চুল ও নখ না কাটার নির্দেশে কি হিকমত রয়েছে এ বিষয়ে উলামায়ে কেরাম বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। অনেকে বলেছেন: কুরবানি দাতা হজ্জ করার জন্য যারা ইহরাম অবস্থায় রয়েছেন তাদের আমলে যেন শরিক হতে পারেন, তাদের সাথে একাত্মতা বজায় রাখতে পারেন। এজন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ নির্দেশ দিয়েছেন।

ইমাম ইবনুল কায়্যিম রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: ‘কুরবানি দাতা চুল ও নখ বড় করে তা যেন পশু কুরবানি করার সাথে সাথে নিজের কিছু অংশ আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সন্তুষ্টি

---

[৪]. সহীহ মুসলিম: ১৯৭৭।

অর্জনের জন্য কুরবানি [ত্যাগ] করায় অভ্যস্ত হতে পারেন এজন্য এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে।'

মাস'আলা: ১০. যদি কেউ যিল হজ্জ মাসের প্রথম দিকে কুরবানি করার ইচ্ছা না করে বরং কয়েকদিন অতিবাহিত হওয়ার পর কুরবানির নিয়ত করে তাহলে সে নিয়ত করার পর থেকে কুরবানির পশু যবেহ পর্যন্ত চুল ও নখ কাটা থেকে বিরত থাকবে। এতে তার উপর কিছু দিতে হবে না।

মাস'আলা: ১১. কুরবানির ফযিলত

কুরবানি একটি গুরত্বপূর্ণ ইবাদত ও আল্লাহর নৈকট্য লাভ করার উপায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইয়াওমুন নাহার এর সর্বশ্রেষ্ঠ আমল হিসেবে কুরবানিকে উল্লেখ করেছেন।

عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها وأن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فيطيبوا بها نفسا

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: আদম সন্তান কুরবানির দিন আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় যে আমলটি করে থাকে তা হচ্ছে পশুর রক্ত প্রবাহিত করা। কেননা কিয়ামতের দিন পশু তার শিং, পশম ও খুড়া সব নিয়ে আসবে। আর পশুর রক্ত যমীনে পতিত হওয়ার আগে আল্লাহ তা'আলার কাছে মর্যাদাপূর্ণ স্থানে পতিত হয়। সুতরাং তোমরা সন্তুষ্ট চিত্তে তা যাবেহ কর।[9]

মাস'আলা: ১২. কুরবানির হুকুম

---

[9]. তিরমিযী: ৪/৮৩; ইবনে মাজাহ: ২/১০৪৫; হাকিম: ৪/২৪৬; বায়হাকী: ৯/২৬১; হাকিম সহীহুল ইসনাদ বলেছেন, বাগাবী হাসান বলেছেন, তবে শায়েখ আলবানী হাদীসটিকে যঈফ বলেছেন।

কুরবানি একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায়। এটি আদায় করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা মতান্তরে ওয়াজিব। ইমাম আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ শুধুমাত্র মুকিম ও নিসাবের অধিকারী ব্যাক্তির উপর কুরবানি ওয়াজিব বলেছেন তবে ইমাম ইবনে তাইয়ামিয়া রহিমাহুল্লাহ কুরবানিকে ওয়াজিব বলেছেন তবে মুকিম ও নিসাব পরিমান সম্পদের মালিক হওয়ার শর্ত দু'টি গ্রহণ করেননি।

সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি এই ইবাদত পালন করে না তার ব্যাপারে হাদীস শরীফে এসেছে, 'যার কুরবানির সামর্থ্য রয়েছে কিন্তু কুরবানি করে না সে যেন আমাদের ঈদগাহে না আসে।'[10]

ইবাদতের মূলকথা হল আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন। তাই যেকোনো ইবাদতের পূর্ণতার জন্য দুটি বিষয় জরুরি। ইখলাস তথা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পালন করা এবং শরীয়তের নির্দেশনা মোতাবেক মাসায়েল অনুযায়ী সম্পাদন করা।

মাস'আলা: ১৩. কার উপর কুরবানি ওয়াজিব

প্রাপ্তবয়স্ক, বিবেকসম্পন্ন প্রত্যেক মুসলিম নর-নারী, যে ১০ যিলহজ্ব ফজর থেকে ১২ যিলহজ্ব সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়ের মধ্যে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কুরবানি করার মত সম্পদের মালিক হবে তার উপর কুরবানি করা ওয়াজিব। টাকা-পয়সা, সোনা-রূপা, অলঙ্কার, বসবাস ও খোরাকির প্রয়োজন আসে

---

[10]. মুস্তাদরাকে হাকেম, হাদীস : ৩৫১৯; আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব ২/১৫৫।হাদিসটি সনদের দিক থেকে বিতর্কিত কেউ কেউ হাসান বলেছেন। তবে কুরবানির গুরুত্ব বুঝানোর জন্য রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ধরণের নির্দেশনা দিয়েছেন বলে আহলুল হাদিসগণ উল্লেখ করেছেন।

না ইত্যাদি অতিরিক্ত সম্পদের ক্ষেত্রে হিসাবযোগ্য।[11]

মাস'আলা: ১৪. কুরবানি ওয়াজিব হওয়ার জন্য হানাফি মাযহাবের ওলামায়ে কেরামসহ যারা নিসাবের শর্ত করেছেন তারা যাকাতের স্বর্ণ ও রূপার যে নিসাব রয়েছে তার উপর কিয়াস করেছেন। তবে হাদিসের বর্ণনানুযায়ী এমনটি বুঝা যায় না।[12]

মাস'আলা: ১৫. কুরবানি ওয়াজিব মনে করেন তাদের মতে কুরবানির নেসাব পুরো বছর থাকা জরুরি নয়; বরং কুরবানির তিন দিনের মধ্যে যে কোনো দিন থাকলেই কুরবানি ওয়াজিব হবে।[13]

মাস'আলা: ১৬. কুরবানির সময়

ইদের দিনসহ মোট চারদিন কুরবানি করা যায়। যিলহজ্বের ১০, ১১,১২ ও ১৩ তারিখ সূর্যাস্ত পর্যন্ত যে কেউ কুরবানি করতে পারবে। তবে সম্ভব হলে যিলহজ্বের ১০ তারিখেই কুরবানি করা উত্তম।[14] আলি ইবনে আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যবেহ এর দিনগুলো হচ্ছে ইয়ামুন নাহর ও তার পরবর্তী তিন দিন[15] রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন পুরো মিনাটাই কুরবানির স্থান আর আইয়ামুত তাশরিক পুরটাই যবেহের সময়।[16]

মাস'আলা: ১৭. নাবালেগের কুরবানি

---

[11]. আলমুহীতুল বুরহানী ৮/৪৫৫; ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ১৭/৪০৫।

[12] হাকেম ৩৫১৯,আলমুহীতুল বুরহানী ৮/৪৫৫; ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ১৭/৪০৫।

[13]. বাদায়েউস সানায়ে ৪/১৯৬, রদ্দুল মুহতার ৬/৩১২।

[14]. মুয়াত্তা মালেক ১৮৮, বাদায়েউস সানায়ে ৪/১৯৮, ২৩, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/২৯৫।

15 যাদুল মা'আদ ২/৩১৯

16 শাইখ ৫ শাইখ উসাইমিন ২৪৭৬ আলবানি সহিহা

নাবালেগ শিশু-কিশোর তদ্রূপ যে সুস্থমস্তিষ্কসম্পন্ন নয়, নেসাবের মালিক হলেও তাদের উপর কুরবানি ওয়াজিব নয়। অবশ্য তার অভিভাবক নিজ সম্পদ দ্বারা তাদের পক্ষে কুরবানি করলে তা সহীহ হবে।[17]

মাস'আলা:১৮. মুসাফিরের জন্য কুরবানি

যে ব্যক্তি কুরবানির দিনগুলোতে মুসাফির থাকবে অর্থাৎ, সফরের উদ্দেশে নিজ এলাকা ত্যাগ করে অন্য এলাকায় যাবে তার জন্য কুরবানি করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা তবে সফরে সামর্থ্য না থাকলে কুরবানি না করলেও চলবে।[18] যারা কুরবানি ওয়াজিব বলেছেন তাদের মতেও তার উপর কুরবানি ওয়াজিব হবে না।

মাস'আলা: ১৯. নাবালেগের পক্ষ থেকে কুরবানি

নাবালেগের পক্ষ থেকে কুরবানি দেওয়া অভিভাবকের উপর ওয়াজিব নয়; বরং মুস্তাহাব।[19] তবে কুরবানির সাওয়াবে তাকে অংশগ্রহণ করানো যেতে পারে।

মাস'আলা: ২০. দরিদ্র ব্যক্তির কুরবানির হুকুম

দরিদ্র ব্যক্তির উপর কুরবানি করা ওয়াজিব নয়; কিন্তু সে যদি কুরবানির নিয়তে কোনো পশু কিনে তাহলে যারা কুরবানি ওয়াজিব বলেছেন তাদের মতে তা কুরবানি করা ওয়াজিব হয়ে যাবে।[20]

মাস'আলা: ২১. কুরবানি করতে না পারলে

কেউ যদি কুরবানির দিনগুলোতে কুরবানি দিতে না পারে অথবা কুরবানির পশু ক্রয় না করে থাকলে তাকে পরবর্তীতে কুরবানির পশুর বিনিময়ে একটি ছাগলের মূল্য

---

[17]. বাদায়েউস সানায়ে ৪/১৯৬, রদ্দুল মুহতার ৬/৩১৬।

[18]. ফাতাওয়া কাযীখান ৩/৩৪৪, বাদায়েউস সানায়ে ৪/১৯৫, আদ্দুররুল মুখতার ৬/৩১৫।

[19]. রদ্দুল মুহতার ৬/৩১৫; ফাতাওয়া কাযীখান ৩/৩৪৫।

[20]. বাদায়েউস সানায়ে ৪/১৯২।

সাদকা করতে হবে না এবং কোন পশুও যবেহ করতে হবে না তবে যারা ওয়াজিব বলেছেন তাদের মতে একটি ছাগলের মূল্য সদকা করতে হবে।[21]

মাস'আলা: ২২. যদি কেউ কুরবানির পশু ক্রয় করে থাকে, কিন্তু কোনো না কোন কারণে কুরবানির দিনগুলোতে তা যাবেহ করতে সক্ষম হয়নি এমতাবস্থায় পরবর্তীতে ঐ পশু যাবেহ করবে। তবে কেউ কেউ বলেছেন ঐ পশু জীবিত সদকা করে দিবে।[22]

মাস'আলা: ২৩. প্রথম দিন কখন থেকে কুরবানি করা যাবে যেসব এলাকার লোকদের উপর জুমা ও ঈদের নামায ওয়াজিব তাদের জন্য ঈদের নামাযের আগে কুরবানি করা জায়েয নয়। অবশ্য বৃষ্টিবাদল বা অন্য কোনো ওজরে যদি প্রথম দিন ঈদের নামায না হয় তাহলে ঈদের নামাযের সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর প্রথম দিনেও কুরবানি করা জায়েয।[23]

রাতে কুরবানি করা

মাস'আলা: ২৪. ১০, ১১, ১২ তারিখ দিবাগত রাতেও কুরবানি করা জায়েয। তবে দিনে কুরবানি করাই ভালো।[24]

মাস'আলা: ২৫. কুরবানির উদ্দেশ্যে ক্রয়কৃত পশু সময়ের পর যবাই করলে

কুরবানির দিনগুলোতে যদি জবাই করতে না পারে তাহলে খরিদকৃত পশুই পরবর্তী যে কোন সময়ে যবেহ করতে

---

[21]. বাদায়েউস সানায়ে ৪/২০৪, ফাতাওয়া কাযীখান ৩/৩৪৫।

[22] বাদায়েউস সানায়ে ৪/২০৪, ফাতাওয়া কাযীখান ৩/৩৪৫।

[23]. সহীহ বুখারী ২/৮৩২, কাযীখান ৩/৩৪৪, আদ্দুররুল মুখতার ৬/৩১৮।

[24]. মুসনাদে আহমাদ, হাদীস : ১৪৯২৭; মাজমাউয যাওয়াইদ ৪/২২, আদ্দুররুল মুখতার ৬/৩২০, কাযীখান ৩/৩৪৫, বাদায়েউস সানায়ে ৪/২২৩।

পারবে। খরিদক্রিত পশু জীবিত অবস্থায় সদকা করতে হবে মর্মে যে বক্তব্যটি পাওয়া যায় তা দুর্বল ও দলীল ভিত্তিক নয়। তাই যদি কেউ পরবর্তীতে কুরবানির পশু যবেহ করে তাহলে পুরো গোশত সদকা করার বিষয়টিও আলেমদের মাঝে মতভেদপূর্ণ।[25]

মাস'আলা: ২৬. কোন কোন পশু দ্বারা কুরবানি করা যাবে

উট, গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া ও দুম্বা দ্বারা কুরবানি করা জায়েয। এসব গৃহপালিত পশু ছাড়া অন্যান্য পশু যেমন হরিণ, বন্যপশু ইত্যাদি দ্বারা কুরবানি করা জায়েয নয়।[26]

মাস'আলা: ২৭. নর ও মাদী পশুর কুরবানি

যেসব পশু কুরবানি করা জায়েয সেগুলোর নর-মাদী দুটোই কুরবানি করা যায়।[27]

মাস'আলা: ২৮. কুরবানির পশুর বয়সসীমা

উট কমপক্ষে ৫ বছরের হতে হবে। গরু ও মহিষ কমপক্ষে ২ বছরের হতে হবে। আর ছাগল, ভেড়া ও দুম্বা কমপক্ষে ১ বছরের হতে হবে। তবে ভেড়া ও দুম্বা যদি ১ বছরের কিছু কমও হয়, কিন্তু এমন হৃষ্টপুষ্ট হয় যে, দেখতে ১ বছরের মতো মনে হয় তাহলে তা দ্বারাও কুরবানি করা জায়েয। অবশ্য এক্ষেত্রে কমপক্ষে ৬ মাস বয়সের হতে হবে। উল্লেখ্য, ছাগলের বয়স ১ বছরের কম হলে কোনো অবস্থাতেই তা দ্বারা কুরবানি জায়েয হবে না।[28]

---

[25]. বাদায়েউস সানায়ে ৪/২০২, আদ্দুররুল মুখতার ৬/৩২০-৩২১।

[26]. কাযীখান ৩/৩৪৮, বাদায়েউস সানায়ে ৪/২০৫।

[27]. কাযীখান ৩/৩৪৮, বাদায়েউস সানায়ে ৪/২০৫।

[28]. কাযীখান ৩/৩৪৮, বাদায়েউস সানায়ে ৪/২০৫-২০৬।

মাস'আলা: ২৯. মেষের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ৬ মাস বয়সী মেষ কুরবানি করার অনুমতি দিয়েছেন।[29]

মাস'আলা: ৩০. উলামাগণ এ বিষয়ে একমত যে, ছ'মাস বয়সী মেষের কুরবানি সিদ্ধ হবে; তা ছাড়া অন্য পশু পাওয়া যাক অথবা না যাক। অধিকাংশ উলামাগণ ঐ হাদীসের আদেশকে 'ইস্তিহবাব' (উত্তম) বলে গ্রহণ করেছেন এবং বলেছেন যে, ঐ হাদীসের মর্মার্থ এ নয় যে, অন্য কুরবানির পশু না পাওয়া গেলে তবেই ছ'মাস বয়সের মেষ শাবকের কুরবানি বৈধ। যেহেতু এমন অন্যান্য দলীলও রয়েছে যার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ঐ বয়সী মেষেরও কুরবানি বৈধ; প্রকাশতঃ যদিও কুরবানিদাতা অন্য দাঁতালো পশু পেয়েও থাকে। যেমন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "ছ'মাস বয়সী মেষশাবক উত্তম কুরবানি।"[30] উক্বাহ বিন আমের রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, (একদা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরবানির পশু বিতরণ করলেন। উকবার ভাগে পড়ল এক ছয় মাসের মেষ। তিনি বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমার ভাগে ছয় মাসের মেষ হল?' প্রত্যুত্তরে তিনি বললেন, "এটা দিয়েই তুমি কুরবানি কর।'[31]

মাস'আলা: ৩১. শরীকে কুরবানির বিধান

একটি ছাগল, ভেড়া বা দুম্বা দ্বারা শুধু একজনই কুরবানি দিতে পারবে। এতে অংশগ্রহন বা একাধিক ব্যাক্তির কুরবানি বৈধ নয়।[32]

---

[29]. **সহীহ মুসলিম: ১৯৬৩।**

[30]. মুসনাদে আহমাদ ২/৪৪৫, তিরমিযী।

[31]. বুখারী ২১৭৮, মুসলিম ১৯৬৫।

[32]. সহীহ মুসলিম ১৩১৮, মুয়াত্তা মালেক ১/৩১৯, কাযীখান ৩/৩৪৯, বাদায়েউস সানায়ে ৪/২০৭-২০৮।

মাস'আলা: ৩২. কুরবানি শুদ্ধ হওয়ার জন্য কিছু শর্ত রয়েছে কুরবানির পশু যেন সেই শ্রেণী বা বয়সের হয় যে শ্রেণী ও বয়স শরীয়ত নির্ধারিত করেছে। আর নির্ধারিত শ্রেণীর পশু চারটি; উঁট, গরু, ভেঁড়া ও ছাগল। অধিকাংশ উলামাদের মতে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট কুরবানি হল উঁট, অতঃপর গরু, তারপর মেষ (ভেঁড়া), তারপর ছাগল। আবার নর মেষ মাদা মেষ অপেক্ষা উত্তম। যেহেতু এ প্রসঙ্গে দলীল বর্ণিত হয়েছে।[33]

মাস'আলা: ৩৩. উঁট অথবা গরুতে সাত ব্যক্তি কুরবানির জন্য শরীক হতে পারে।[34] অন্য এক বর্ণনা মতে উঁট কুরবানিতে দশ ব্যক্তিও শরীক হতে পারে। ইমাম শাওকানী রহিমাহুল্লাহ বলেন, হাজ্জের কুরবানিতে দশ এবং সাধারণ কুরবানিতে সাত ব্যক্তি শরীক হওয়াটাই সঠিক।[35]

মাস'আলা: ৩৪. মেষ বা ছাগলে একাধিক ব্যক্তির অংশগ্রহণ বৈধ নয়। তবে তার সওয়াবে একাধিক ব্যক্তিকে শরীক করা যাবে। সুতরাং একটি পরিবারের তরফ থেকে মাত্র একটি মেষ বা ছাগল যবেহ করলে যথেষ্ট হবে। তাতে সেই পরিবারের লোক-সংখ্যা যতই হোক না কেন কোন প্রকার অসুবিধা নেই।

মাস'আলা: ৩৫. উট বা গরুর এক সপ্তাংশ একটি পরিবারের তরফ থেকে যথেষ্ট হবে কিনা? এ নিয়ে আলেমগণের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে। কেউ বলেন, যথেষ্ট নয়। কারণ, তাতে ৭ জনের অধিক ব্যক্তির শরীক হওয়া বৈধ নয়। তা ছাড়া পরিবারের তরফ থেকে একটি পূর্ণ 'দম' (জান) যথেষ্ট হবে। আর ৭ ভাগের ১ ভাগ পূর্ণ দম নয়।[36] অনেকের মতে

---

[33]. আযওয়াউল বায়ান ৫/৬৩৪।

[34]. মুসলিম: ১৩১৮।

[35]. নাইলুল আওত্বার ৮/১২৬।

[36]. ফাতাওয়া শায়খ মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম ৬/১৪৯।

একটি মেষ বা ছাগলের মতই এক সপ্তাংশ উঁট বা গরু যথেষ্ট হবে।[37]

মাস'আলা: ৩৬. বলা বাহুল্য, একটি পরিবারের তরফ থেকে এক বা দুই ভাগ গরু কুরবানি দেওয়ার চাইতে ১টি ছাগল বা ভেঁড়া দেওয়াটাই অধিক উত্তম।

মাস'আলা: ৩৭. সাত শরীকের কুরবানি

সাতজনে মিলে কুরবানি করলে সবার অংশ সমান হতে হবে। কারো অংশ এক সপ্তমাংশের কম হতে পারবে না। যেমন কারো আধা ভাগ, কারো দেড় ভাগ। এমন হলে কোনো শরীকের কুরবানিই সহীহ হবে না।[38]

মাস'আলা: ৩৮. উট, গরু, মহিষ সাতের কমে যেকোনো সংখ্যা যেমন দুই, তিন, চার, পাঁচ ও ছয় ভাগে কুরবানি করা জায়েয।[39]

মাস'আলা: ৩৯. কোনো শরীকদের কারো ভিন্ন নিয়ত হলে যদি কেউ আল্লাহ তাআলার হুকুম পালনের উদ্দেশ্যে কুরবানি না করে শুধু গোশত খাওয়ার নিয়তে কুরবানি করে তাহলে তার কুরবানি সহীহ হবে কিনা এনিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। একদল উলামায়ে কিরাম বলেন, শরীকদের কুরবানি হয়ে যাবে। কেউ কেউ বলেন, তাকে অংশীদার বানালে শরীকদের কারো কুরবানি হবে না। তাই অত্যন্ত সতর্কতার

---

[37]. মাজালিসু আশরি যিলহাজ্জাহ, শুমাইমিরী, ২৬পৃঃ আল-মুমতে' ইবনে উসাইমীন ৭/৪৬২-৪৬৩।

[38]. বাদায়েউস সানায়ে ৪/২০৭।

[39]. সহীহ মুসলিম ১৩১৮, বাদায়েউস সানায়ে ৪/২০৭।

সাথে শরীক নির্বাচন করতে হবে।[40]

মাস'আলা: ৪০. কুরবানির সাথে আকীকা

কুরবানির গরু, মহিষ ও উটর আকীকার নিয়তে শরীক হতে পারবে না। এতে কুরবানি ও আকীকা দুটোই সহীহ হবে না। কেননা আকীকা ও কুরবানির হুকুম ও উদ্দেশ্য এক নয়। তবে কেউ কেউ কুরবানিতে আকীকা করা যাবে বলে মত দিয়েছেন।[41]

মাস'আলা: ৪১. শরীকদের কারো পুরো বা অধিকাংশ উপার্জন যদি হারাম হয় তাহলে অন্য শরীকদের কুরবানি সহীহ হবে যাবে। তবে এ ধরণের শরীক কুরবানিতে না নেয়াটাই উত্তম।

মাস'আলা: ৪২. যদি কেউ গরু, মহিষ বা উট একা কুরবানি দেওয়ার নিয়তে কিনে আর সে ধনী হয় তাহলে ইচ্ছা করলে অন্যকে শরীক করতে পারবে। তবে এক্ষেত্রে একা কুরবানি করাই শ্রেয়। আর যদি ওই ব্যক্তি এমন গরীব হয়, যার উপর কুরবানি করা ওয়াজিব নয়, তাহলে তার জন্য অন্যকে শরীক করা জায়েয রয়েছে। তবে উত্তম হচ্ছে কুরবানির জন্য খরিদকৃত পশু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যবেহ করা।[42]

মাস'আলা: ৪৩. কুরবানির উত্তম পশু

পশু অবশ্যই নিম্নোক্ত ত্রুটিসমূহ থেকে মুক্ত হতে হবে; (ক) এক চোখে স্পষ্ট অন্ধত্ব। (খ) স্পষ্ট ব্যাধি। (গ) স্পষ্ট খঞ্জতা। (ঘ) অন্তিম বার্ধক্য। এ ব্যাপারে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "চার রকমের পশু কুরবানি বৈধ বা সিদ্ধ হবে না; (এক চক্ষে) স্পষ্ট অন্ধত্বে অন্ধ, স্পষ্ট রোগা, স্পষ্ট খঞ্জতায় খঞ্জ এবং দুরারোগ্য

---

[40]. বাদায়েউস সানায়ে ৪/২০৮, কাযীখান ৩/৩৪৯।

[41]. তাহতাবী আলাদ্দুর ৪/১৬৬, রদ্দুল মুহতার ৬/৩৬২।

[42]. কাযীখান ৩/৩৫০-৩৫১, বাদায়েউস সানায়ে ৪/২১০।

ভগ্নপদ।’’[43] অতত্রব এই চারের কোন এক ত্রুটিযুক্ত পশু দ্বারা কুরবানি সিদ্ধ হয় না। ইবনে কুদামাহ রহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘এ বিষয়ে কোন মতভেদ আমরা জানি না।’[44]

মাস’আলা: ৪৪. কুরবানির পশু হৃষ্টপুষ্ট হওয়া উত্তম।[45]

খোড়া পশুর কুরবানি

মাস’আলা: ৪৫. যে পশু তিন পায়ে চলে, এক পা মাটিতে রাখতে পারে না বা ভর করতে পারে না এমন পশুর কুরবানি জায়েয নয়।[46]

রুগ্ন ও দুর্বল পশুর কুরবানি

মাস’আলা: ৪৬. এমন শুকনো দুর্বল পশু, যা জবাইয়ের স্থান পর্যন্ত হেঁটে যেতে পারে না তা দ্বারা কুরবানি করা জায়েয নয়।[47]

দাঁত নেই এমন পশুর কুরবানি

মাস’আলা: ৪৭. যে পশুর একটি দাঁতও নেই বা এত বেশি দাঁত পড়ে গেছে যে, ঘাস বা খাদ্য চিবাতে পারে না এমন পশু দ্বারাও কুরবানি করা জায়েয নয়।[48]

যে পশুর শিং ভেঙ্গে বা ফেটে গেছে

মাস’আলা: ৪৮. যে পশুর শিং একেবারে গোড়া থেকে ভেঙ্গে গেছে, যে কারণে মস্তিষ্ক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সে পশুর কুরবানি জায়েয নয়। পক্ষান্তরে যে পশুর অর্ধেক শিং বা কিছু শিং ফেটে বা ভেঙ্গে গেছে বা শিং একেবারে উঠেইনি সে পশু

---

[43]. আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ।

[44]. মুগনী ১৩/৩৬৯।

[45]. মুসনাদে আহমদ ৬/১৩৬, আলমগীরী ৫/৩০০, বাদায়েউস সানায়ে ৪/২২৩।

[46]. জামে তিরমিযী ১/২৭৫, সুনানে আবু দাউদ ৩৮৭, বাদায়েউস সানায়ে ৪/২১৪, রদ্দুল মুহতার ৬/৩২৩, আলমগীরী ৫/২৯৭।

[47]. জামে তিরমিযী ১/২৭৫, আলমগীরী ৫/২৯৭, বাদায়েউস সানায়ে ৪/২১৪।

[48]. বাদায়েউস সানায়ে ৪/২১৫, আলমগীরী ৫/২৯৮।

দ্বারা কুরবানি করা জায়েয।[49]

কান বা লেজ কাটা পশুর কুরবানি

মাস'আলা: ৪৯. যে পশুর লেজ বা কোনো কান অর্ধেক বা তারও বেশি কাটা সে পশুর কুরবানি জায়েয নয়। আর যদি অর্ধেকের বেশি থাকে তাহলে তার কুরবানি জায়েয। তবে জন্মগতভাবেই যদি কান ছোট হয় তাহলে অসুবিধা নেই।[50]

মাস'আলা: ৫০. অন্ধ পশুর কুরবানি

যে পশুর দুটি চোখই অন্ধ বা এক চোখ পুরো নষ্ট সে পশু কুরবানি করা জায়েয নয়।[51]

হারিয়ে যাওয়া পশু পাওয়া গেলে তার কুরবানি

মাস'আলা: ৫১. কুরবানির পশু হারিয়ে যাওয়ার পর যদি আরেকটি কেনা হয় এবং পরে হারানোটিও পাওয়া যায় তাহলে কুরবানিদাতা (যার উপর কুরবানি ওয়াজিব নয়) দুটি পশুর যেকোন একটি কুরবানি করলেই কুরবানি হয়ে যাবে। এ ক্ষেত্রে ধনী ও গরীবের মাঝে যে পার্থক্য করা হয়ে থাকে তা আলেমদের মাঝে মতবিরোধ পূর্ণ। তবে ধনী হলে দুটি কুরবানি করাই উত্তম।[52]

মাস'আলা: ৫২. গর্ভবতী পশুর কুরবানি

গর্ভবতী পশু কুরবানি করা জায়েয। জবাইয়ের পর যদি বাচ্চা জীবিত পাওয়া যায় তাহলে সেটাও জবাই করতে হবে। তবে প্রসবের সময় আসন্ন হলে সে পশু কুরবানি করা

---

[49]. জামে তিরমিযী ১/২৭৬, সুনানে আবু দাউদ ৩৮৮, বাদায়েউস সানায়ে ৪/২১৬, রদ্দুল মুহতার ৬/৩২৪, আলমগীরী ৫/২৯৭।

[50]. জামে তিরমিযী ১/২৭৫, মুসনাদে আহমদ ১/৬১০, ইলাউস সুনান ১৭/২৩৮, কাযীখান ৩/৩৫২, আলমগীরী ৫/২৯৭-২৯৮।

[51]. জামে তিরমিযী ১/২৭৫, কাযীখান ৩/৩৫২, আলমগীরী ২৯৭, বাদায়েউস সানায়ে ৪/২১৪।

[52]. সুনানে বায়হাকী ৫/২৪৪, ইলাউস সুনান ১৭/২৮০, বাদায়েউস সানায়ে ৪/১৯৯, কাযীখান ৩/৩৪৭

মাকরূহ।[53]

মাস'আলা: ৫৩. পশু কেনার পর দোষ দেখা দিলে

কুরবানির নিয়তে ভালো পশু কেনার পর যদি তাতে এমন কোনো দোষ দেখা দেয় যে কারণে কুরবানি জায়েয হয় না তাহলে ওই পশুর কুরবানি সহীহ হবে না। এর স্থলে আরেকটি পশু কুরবানি করতে হবে। তবে ক্রেতা গরীব হলে ত্রুটিযুক্ত পশু দ্বারাই কুরবানি করতে পারবে।[54]

মাস'আলা: ৫৪. পশুর বয়সের ব্যাপারে বিক্রেতার কথা

যদি বিক্রেতা কুরবানির পশুর বয়স পূর্ণ হয়েছে বলে স্বীকার করে আর পশুর শরীরের অবস্থা দেখেও তাই মনে হয় তাহলে বিক্রেতার কথার উপর নির্ভর করে পশু কেনা এবং তা দ্বারা কুরবানি করা যাবে।[55]

মাস'আলা: ৫৫. বন্ধ্যা পশুর কুরবানি জায়েয।[56]

মাস'আলা: ৫৬. নিজের কুরবানির পশু নিজে যবেহ করা

কুরবানির পশু নিজে যবেহ করা উত্তম। নিজে না পারলে অন্যকে দিয়েও যবেহ করাতে পারবে। এক্ষেত্রে কুরবানিদাতা পুরুষ হলে যবেহস্থলে তার উপস্থিত থাকা ভালো।[57]

মাস'আলা: ৫৭. যাবহের ক্ষেত্রে একাধিক ব্যক্তি শরীক হলে

অনেক সময় যবেহকারীর যবেহ সম্পন্ন হয় না, তখন কসাই বা অন্য কেউ যবেহ সম্পন্ন করে থাকে। এতে যাবহের ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা নেই। অবশ্যই প্রথমে যবেহকারীকে

---

[53]. কাযীখান ৩/৩৫০।

[54]. খুলাসাতুল ফাতাওয়া ৪/৩১৯, বাদায়েউস সানায়ে ৪/২১৬, ফাতাওয়া নাওয়াযেল ২৩৯, রদ্দুল মুহতার ৬/৩২৫।

[55]. আহকামে ঈদুল আযহা, মুফতী মুহাম্মাদ শফী রহ. পৃ. ৫।

[56]. রদ্দুল মুহতার ৬/৩২৫।

[57]. মুসনাদে আহমদ ২২৬৫৭, বাদায়েউস সানায়ে ৪/২২২-২২৩, আলমগীরী ৫/৩০০, ইলাউস সুনান ১৭/২৭১-২৭৪।

'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার' বলে যবেহ করতে হবে। পরবর্তী ব্যক্তি যদি 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার' বলে না থাকে তাতেও যবেহকৃত পশু হালাল হয়ে যাবে।

মাস'আলা: ৫৮. কুরবানির পশু থেকে যাবেহের আগে উপকৃত হওয়া

কুরবানির পশু কেনার পর বা নির্দিষ্ট করার পর তা থেকে উপকৃত হওয়া জায়েয নয়। যেমন হালচাষ করা, আরোহণ করা, পশম কাটা ইত্যাদি। সুতরাং কুরবানির পশু দ্বারা এসব করা যাবে না। যদি করে তবে পশমের মূল্য, হালচাষের মূল্য ইত্যাদি সদকা করে দিবে।[58]

মাস'আলা: ৫৯. কুরবানির পশুর দুধ পান করা

কুরবানির পশুর দুধ পান করা যাবে না। যদি যাবেহের সময় আসন্ন হয় আর দুধ দোহন না করলে পশুর কষ্ট হবে না বলে মনে হয় তাহলে দোহন করবে না। প্রয়োজনে ওলানে ঠান্ডা পানি ছিটিয়ে দেবে। এতে দুধের চাপ কমে যাবে। যদি দুধ দোহন করে ফেলে তাহলে তা সদকা করে দিতে হবে। নিজে পান করে থাকলে মূল্য সদকা করে দিবে।[59]

কোনো শরীকের মৃত্যু ঘটলে

মাস'আলা: ৬০. কয়েকজন মিলে কুরবানি করার ক্ষেত্রে যাবেহের আগে কোনো শরীকের মৃত্যু হলে তার ওয়ারিসরা যদি মৃতের পক্ষ থেকে কুরবানি করার অনুমতি দেয় তবে তা জায়েয হবে। নতুবা ওই শরীকের টাকা ফেরত দিতে

---

[58]. মুসনাদে আহমদ ২/১৪৬, নায়লুল আওতার ৩/১৭২, ইলাউস সুনান ১৭/২৭৭, কাযীখান ৩/৩৫৪, আলমগীরী ৫/৩০০।

[59]. মুসনাদে আহমদ ২/১৪৬, ইলাউস সুনান ১৭/২৭৭, রদ্দুল মুহতার ৬/৩২৯, কাযীখান ৩/৩৫৪, আলমগীরী ৫/৩০১।

হবে। অবশ্য তারস্থলে অন্যকে শরীক করা যাবে।[60]

মাস'আলা: ৬১. কুরবানির পশুর বাচ্চা হলে

কুরবানির পশু বাচ্চা দিলে কুরবানির পশুর সাথে বাচ্চাকেও জবাই করে দেওয়া উত্তম। তবে কেউ কেউ জীবিত সদকা করার কথা বলেছেন।[61]

মাস'আলা: ৬২. মৃতের পক্ষ থেকে কুরবানি

মৃতের পক্ষ থেকে কুরবানি করা জায়েয। মৃত ব্যক্তি যদি ওসিয়ত না করে থাকে তবে সেটি নফল কুরবানি হিসেবে গণ্য হবে। কুরবানির স্বাভাবিক গোশতের মতো তা নিজেরাও খেতে পারবে এবং আত্মীয়-স্বজনকেও দিতে পারবে।[62]

মাস'আলা: ৬৩. যদি কোন ব্যক্তি কুরবানি করার ওসিয়ত করে যায় তবে এর পক্ষ থেকে ওসিয়ত পূরণ করার জন্য কুরবানি করা যাবে। কিন্তু কুরবানির গোশত নিজেরা খেতে পারবে কিনা তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। তবে গরীব-মিসকীনদের মাঝে সদকা করে দেয়া উত্তম হবে।[63]

মাস'আলা: ৬৪. কুরবানির গোশত সংরক্ষণ করা

কুরবানির গোশত তিনদিনেরও অধিক সংরক্ষণ করে রাখা জায়েয।[64]

মাস'আলা: ৬৫. কুরবানির গোশত বণ্টন

---

[60]. বাদায়েউস সানায়ে ৪/২০৯, আদ্দুররুল মুখতার ৬/৩২৬, কাযীখান ৩/৩৫১।

[61]. কাযীখান ৩/৩৪৯, আলমগীরী ৫/৩০১, রদ্দুল মুহতার ৬/৩২৩।

[62]. মুসনাদে আহমদ ১/১০৭, হাদীস ৮৪৫, ইলাউস সুনান ১৭/২৬৮, রদ্দুল মুহতার ৬/৩২৬, কাযীখান ৩/৩৫২।

[63]. মুসনাদে আহমদ ১/১০৭, হাদীস ৮৪৫, ইলাউস সুনান ১৭/২৬৮, রদ্দুল মুহতার ৬/৩২৬, কাযীখান ৩/৩৫২।

[64]. বাদায়েউস সানায়ে ৪/২২৪, সহীহ মুসলিম ২/১৫৯, মুয়াত্তা মালেক ১/৩১৮, ইলাউস সুনান ১৭/২৭০।

শরীকে কুরবানি করলে ওজন করে গোশত বণ্টন করতে হবে। অনুমান করে ভাগ করা উচিত নয়। এতে কম বেশী হওয়ার আশঙ্কা থেকে যায়।[65]

মাস'আলা: ৬৬. কুরবানির গোশতের এক তৃতীয়াংশ গরীব-মিসকীনকে এবং এক তৃতীয়াংশ আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীকে দেওয়া উত্তম। অবশ্য পুরো গোশত যদি নিজে রেখে দেয় তাতেও কোনো অসুবিধা নেই।[66]

মাস'আলা: ৬৭. গোশত, চর্বি বিক্রি করা

কুরবানির গোশত, চর্বি ইত্যাদি বিক্রি করা জায়েয নয়। বিক্রি করলে পূর্ণ মূল্য সদকা করে দিতে হবে।[67]

যাবেহকারীকে চামড়া, গোশত দেওয়া

মাস'আলা: ৬৮. যাবেহকারী, কসাই বা কাজে সহযোগিতাকারীকে চামড়া, গোশত বা কুরবানির পশুর কোনো কিছু পারিশ্রমিক হিসেবে দেওয়া জায়েয হবে না। অবশ্য পূর্ণ পারিশ্রমিক দেওয়ার পর পূর্বচুক্তি ছাড়া হাদিয়া হিসাবে গোশত বা তরকারী দেওয়া যাবে।

মাস'আলা: ৬৯. যাবেহ করার অস্ত্র

ধারালো অস্ত্র দ্বারা যাবেহ করা উত্তম।[68]

মাস'আলা: ৭০. পশু নিস্তেজ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা

যাবেহের পর পশু নিস্তেজ হওয়ার আগে চামড়া খসানো বা অন্য কোনো অঙ্গ কাটা মাকরূহ।[69]

মাস'আলা: ৭১. অন্য পশুর সামনে জবাই করা

---

[65]. আদ্দুররুল মুখতার ৬/৩১৭, কাযীখান ৩/৩৫১।

[66]. বাদায়েউস সানায়ে ৪/২২৪, আলমগীরী ৫/৩০০।

[67]. ইলাউস সুনান ১৭/২৫৯, বাদায়েউস সানায়ে ৪/২২৫, কাযীখান ৩/৩৫৪, আলমগীরী ৫/৩০১।

[68]. বাদায়েউস সানায়ে ৪/২২৩।

[69]. বাদায়েউস সানায়ে ৪/২২৩।

এক পশুকে অন্য পশুর সামনে যাবেহ করবে না। যাবেহের সময় প্রাণীকে অধিক কষ্ট না দেওয়া।

মাস'আলা: ৭২. কুরবানির গোশত বিধর্মীকে দেওয়া

কুরবানির গোশত হিন্দু ও অন্য ধর্মাবলম্বীকে দেওয়া জায়েয।[70]

মাস'আলা: ৭৩. অন্য কারো ওয়াজিব কুরবানি আদায় করতে চাইলে

অন্যের ওয়াজিব কুরবানি দিতে চাইলে ওই ব্যক্তির অনুমতি নিতে হবে। নতুবা ওই ব্যক্তির কুরবানি আদায় হবে না। অবশ্য স্বামী বা পিতা যদি স্ত্রী বা সন্তানের বিনা অনুমতিতে তার পক্ষ থেকে কুরবানি করে তাহলে তাদের কুরবানি আদায় হয়ে যাবে। তবে অনুমতি নিয়ে আদায় করা ভালো।

মাস'আলা: ৭৪. কুরবানির পশু চুরি হয়ে গেলে বা মরে গেলে

কুরবানির পশু যদি চুরি হয়ে যায় বা মরে যায় আর কুরবানিদাতা যদি সামর্থ্যবান হয় তাহলে তাকে আরেকটি পশু কুরবানি করতে হবে। দরিদ্র বা অসচ্ছল ব্যক্তির উপর আরেকটি পশু কুরবানি করা ওয়াজিব হবে না।[71]

মাস'আলা: ৭৫. পাগল পশুর কুরবানি

পাগল পশু কুরবানি করা জায়েয। তবে যদি এমন পাগল হয় যে, ঘাস পানি দিলে খায় না এবং মাঠেও চরে না তাহলে সেটার কুরবানি জায়েয হবে না।[72]

মাস'আলা: ৭৬. নিজের কুরবানির গোশত খাওয়া

---

[70]. ইলাউস সুনান ৭/২৮৩, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩০০।

[71]. বাদায়েউস সানায়ে ৪/২১৬, খুলাসাতুল ফাতাওয়া ৪/৩১৯।

[72]. আননিহায়া ফী গরীবিল হাদীস ১/২৩০, বাদায়েউস সানায়ে ৪/২১৬, ইলাউস সুনান ১৭/২৫২।

কুরবানিদাতার জন্য নিজ কুরবানির গোশত খাওয়া মুস্তাহাব।[73]

মাস’আলা: ৭৭. ঋণ করে কুরবানি করা

কুরবানি ওয়াজিব এমন ব্যক্তিও ঋণের টাকা দিয়ে কুরবানি করলে ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে। তবে সুদের উপর ঋণ নিয়ে কুরবানি করা যাবে না।

মাস’আলা: ৭৮. হাজীদের উপর ইদুল আযহার কুরবানি

হাজীদের উপর ভিন্নভাবে কুরবানি করা ওয়াজিব নয়। তবে সামর্থ্যবান ব্যক্তিরা যদি ভিন্নভাবে কুরবানি করে তা তাদের জন্য উত্তম হবে। হানাফী ফকিহগণ তাদের উপর কুরবানি ওয়াজিব হওয়ার জন্য মুকিম হওয়া শর্তারোপ করেছেন।[74]

মাস’আলা: ৭৯. নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে কুরবানি করা

একদল আলেম সামর্থ্যবান ব্যক্তির রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে কুরবানি করাকে উত্তম মনে করেছেন এবং এটিকে বড় সৌভাগ্যের বিষয়ও উল্লেখ করেছেন মূলত বিষয়টি এমন নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পক্ষ থেকে কুরবানি করা সাহাবী ও তাবে’য়ীদের পক্ষ থেকে বিশুদ্ধ সনদে প্রমাণিত হয়নি। বরং বিষয়টি দ্বীনের মধ্যে নতুন সংযোজনের মত। এক্ষেত্রে যে বর্ণনাটি উল্লেখ করা হয় যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তার পক্ষ থেকে কুরবানি করার ওসিয়্যত করেছিলেন। তাই তিনি প্রতি বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষ

[73]. সূরা হজ্ব ২৮, সহীহ মুসলিম ২২/১৫৯, মুসনাদে আহমদ, হাদীস ৯০৭৮, বাদায়েউস সানায়ে ৪/২২৪।

[74]. ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/২৯৩, আদ্দুররুল মুখতার ৬/৩১৫, বাদায়েউস সানায়ে ৪/১৯৫, ইমদাদুল ফাতাওয়া ২/১৬৬।

থেকেও কুরবানি দিতেন।75 এই বর্ণনাটি দূর্বল ও বিতর্কিত। শায়েখ নাসিরুদ্দীন আলবানী হাদীসটিকে দূর্বল বলেছেন।[76]
মাস'আলা: ৮০. কোন দিন কুরবানি করা উত্তম
১০, ১১ , ১২ ও ১৩ এ চার দিনের মধ্যে প্রথম দিন কুরবানি করা অধিক উত্তম। এরপর দ্বিতীয় দিন, এরপর তৃতীয় দিন।[77] এভাবে কুরবানি করবে।
মাস'আলা: ৮১. খাসীকৃত ছাগল দ্বারা কুরবানি
খাসিকৃত ছাগল দ্বারা কুরবানি করা উত্তম।[78]
মাস'আলা: ৮২. জীবিত ব্যক্তির নামে কুরবানি
যেমনিভাবে মৃতের পক্ষ থেকে সওয়াবের উদ্দেশ্যে কুরবানি করা জায়েয তদ্রূপ জীবিত ব্যক্তির পক্ষ থেকে তার সওয়াবের জন্য নফল কুরবানি করা জায়েয। এ কুরবানির গোশত দাতা ও তার পরিবারও খেতে পারবে।
মাস'আলা: ৮৩. বিদেশে অবস্থানরত ব্যক্তির কুরবানি অন্যত্রে করা
বিদেশে অবস্থানরত ব্যক্তির জন্য নিজ দেশে বা অন্য কোথাও কুরবানি করা জায়েয।
মাস'আলা: ৮৪. কুরবানিদাতা ভিন্ন স্থানে থাকলে কখন জবাই করবে
কুরবানিদাতা এক স্থানে আর কুরবানির পশু ভিন্ন স্থানে থাকলে কুরবানিদাতার ঈদের নামায পড়া বা না পড়া ধর্তব্য নয়; বরং পশু যে এলাকায় আছে ওই এলাকায় ঈদের

---

[75]. সুনানে আবু দাউদ ২/২৯, জামে তিরমিযী ১/২৭৫, ইলাউস সুনান ১৭/২৬৮, মিশকাত ৩/৩০৯।

[76]. **আহমাদ: ১২১৯, আবু দাউদ: ২৭৯০।**

[77]. রদ্দুল মুহতার ৬/৩১৬।

[78]. ফাতহুল কাদীর ৮/৪৯৮, মাজমাউল আনহুর ৪/২২৪, ইলাউস সুনান ১৭/৪৫৩।

জামাত হয়ে গেলে পশু জবাই করা যাবে।[79]

মাস'আলা: ৮৫. কুরবানির চামড়া বিক্রির অর্থ সাদকা করা

কুরবানির চামড়া কুরবানিদাতা নিজেও ব্যবহার করতে পারবে। তবে কেউ যদি নিজে ব্যবহার না করে বিক্রি করে তবে বিক্রিলব্ধ মূল্য পুরোটা সদকা করে দিতে হবে।[80]

মাস'আলা: ৮৬. কুরবানির চামড়া বিক্রির নিয়ত

কুরবানির পশুর চামড়া বিক্রি করলে মূল্য সদকা করে দেওয়ার নিয়তে বিক্রি করবে। সদকার নিয়ত না করে নিজের খরচের নিয়ত করা নাজায়েয ও গুনাহ। নিয়ত যা-ই হোক বিক্রিলব্ধ অর্থ পুরোটাই সদকা করে দিতে হবে।[81]

মাস'আলা: ৮৭. কুরবানির শেষ সময়ে মুকীম হলে

যারা শুধুমাত্র মুকীমের উপর কুরবানি ওয়াজিব মনে করেন তাদের মতে কুরবানির সময়ের প্রথম দিকে মুসাফির থাকার পরে ৩য় দিন কুরবানির সময় শেষ হওয়ার পূর্বে মুকীম হয়ে গেলে তার উপর কুরবানি ওয়াজিব হবে। পক্ষান্তরে প্রথম দিনে মুকীম ছিল অতপর তৃতীয় দিনে মুসাফির হয়ে গেছে তাহলেও তার উপর কুরবানি ওয়াজিব থাকবে না। অর্থাৎ সে কুরবানি না দিলে গুনাহগার হবে না।[82] তবে এ ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ বক্তব্য হচ্ছে সামর্থবান ব্যক্তির উপর সর্বাবস্থায় কুরবানি করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ।

মাস'আলা:৮৮. কুরবানির পশুতে ভিন্ন ইবাদতের নিয়তে শরীক হওয়া

এক কুরবানির পশুতে হজ্বের হাদী কুরবানি করার নিয়ত করা যাবে। এতে প্রত্যেকের নিয়তকৃত ইবাদত আদায় হয়ে

---

[79]. আদ্দুররুল মুখতার ৬/৩১৮।

[80]. আদ্দুররুল মুখতার, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩০১।

[81]. ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩০১, কাযীখান ৩/৩৫৪।

[82]. বাদায়েউস সানায়ে ৪/১৯৬, ফাতাওয়া খানিয়া ৩/৩৪৬, আদ্দুররুল মুখতার ৬/৩১৯।

যাবে।[83]

মাস'আলা: ৮৯. কুরবানির গোশত দিয়ে খানা শুরু করা

ইদুল আযহার দিন সর্বপ্রথম নিজ কুরবানির গোশত দিয়ে খানা শুরু করা সুন্নাত। অর্থাৎ সকাল থেকে কিছু না খেয়ে প্রথমে কুরবানির গোশত খাওয়া সুন্নাত। এই সুন্নাত শুধু ১০ যিলহজ্বের জন্য। ১১ বা ১২ তারিখের গোশত দিয়ে খানা শুরু করা সুন্নাত নয়।[84]

মাস'আলা: ৯০. কুরবানির পশুর হাড় বিক্রি

কুরবানির মৌসুমে অনেক মহাজন কুরবানির হাড় ক্রয় করে থাকে। টোকাইরা বাড়ি বাড়ি থেকে হাড় সংগ্রহ করে তাদের কাছে বিক্রি করে। এদের ক্রয়-বিক্রয় জায়েয। এতে কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু কোনো কুরবানিদাতার জন্য নিজ কুরবানির কোনো কিছু এমনকি হাড়ও বিক্রি করা জায়েয হবে না। করলে মূল্য সদকা করে দিতে হবে। আর জেনে শুনে মহাজনদের জন্য এদের কাছ থেকে ক্রয় করাও বৈধ হবে না।[85]

মাস'আলা: ৯১. রাতে কুরবানি করা

১০, ১১ ও ১২ তারিখ দিবাগত রাতে কুরবানি করা জায়েয। তবে রাতে আলো স্বল্পতার দরুণ যাবেহের ত্রুটি হতে পারে বিধায় রাতে যাবেহ করা অনুত্তম বলে কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন। অবশ্য পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা থাকলে রাতে

---

[83]. বাদায়েউস সানায়ে ৪/২০৯, রদ্দুল মুহতার ৬/৩২৬, আলমাবসূত সারাখছী ৪/১৪৪, আলইনায়া ৮/৪৩৫-৩৪৬, আলমুগনী ৫/৪৫৯।

[84]. জামে তিরমিযী ১/১২০, শরহুল মুনয়া ৫৬৬, আদ্দুররুল মুখতার ২/১৭৬, আলবাহরুর রায়েক ২/১৬৩।

[85]. বাদায়েউস সানায়ে ৪/২২৫, কাযীখান ৩/৩৫৪, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩০১।

যাবেহ করতে কোনো অসুবিধা নেই।[86]

মাস'আলা: ৯২. পারিশ্রমিক হিসাবে কুরবানির গোশত দেওয়া

কুরবানির পশুর কোনো কিছু পারিশ্রমিক হিসাবে দেওয়া জায়েয নয়। গোশতও পারিশ্রমিক হিসেবে কাজের লোককে দেওয়া যাবে না। অবশ্য এ সময় ঘরের অন্যান্য সদস্যদের মতো কাজের লোকদেরকেও গোশত খাওয়ানো যাবে।[87]

মাস'আলা: ৯৩. যাবেহকারীকে পারিশ্রমিক দেওয়া

কুরবানি পশু যাবেহ করে পারিশ্রমিক দেওয়া-নেওয়া জায়েয। তবে কুরবানির পশুর কোনো কিছু পারিশ্রমিক হিসাবে দেওয়া যাবে না।[88]

মাস'আলা: ৯৪. মোরগ কুরবানি করা

কোনো কোনো এলাকায় দরিদ্রদের মাঝে মোরগ কুরবানি করার প্রচলন আছে। এটি না জায়েয। কুরবানির দিনে মোরগ জবাই করা নিষেধ নয়, তবে কুরবানির নিয়তে করা যাবে না।[89]

মাস'আলা: ৯৫. কুরবানির সাথে একটি ভাগ আকীকার উদ্দেশ্যে দেওয়া যথেষ্ট নয়। যেমন যথেষ্ট নয় একটি পশু কুরবানি ও আকীকার নিয়তে যাবেহ করা। কুরবানি ও আকীকার জন্য পৃথক পৃথক পশু হতে হবে। অবশ্য যদি কোন শিশুর আকীকার দিন কুরবানির দিনেই পরে এবং আকীকা যবেহ করে, তাহলে আর কুরবানি না দিলেও চলে। যেমন, দুটি গোসলের কারণ উপস্থিত হলে একটি গোসল

---

[86]. ফাতাওয়া খানিয়া ৩/৩৪৫, আদ্দুররুল মুখতার ৬/৩২০, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/২৯৬, আহসানুল ফাতাওয়া ৭/৫১০।

[87]. আহকামুল কুরআন জাস্সাস ৩/২৩৭, বাদায়েউস সানায়ে ৪/২২৪, আলবাহরুর রায়েক ৮/৩২৬, ইমদাদুল মুফতীন।

[88]. কিফায়াতুল মুফতী ৮/২৬৫।

[89]. খুলাসাতুল ফাতাওয়া ৪/৩১৪, ফাতাওয়া বাযযাযিয়া ৬/২৯০, আদ্দুররুল মুখতার ৬/৩১৩, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/২০।

করলেই যথেষ্ট, জুম’আর দিনে ইদের সালাত পড়লে আর জুম’আ না পড়লেও চলে, বিদায়ের সময় হাজ্জের তওয়াফ করলে আর বিদায়ী তওয়াফ না করলেও চলে, যোহরের সময় মসজিদে প্রবেশ করে যোহরের সুন্নাত পড়লে পৃথক করে আর তাহিয়্যাতুল মাসজিদ পড়তে হয় না এবং তামাত্তু হাজ্জের কুরবানি দিলে আর পৃথকভাবে কুরবানি না দিলেও চলে।[90]

মাস’আলা: ৯৬. অক্ষম ব্যক্তির পক্ষ থেকে তার অনুমতি সাপেক্ষে কুরবানি করা জায়েয।

মাস’আলা: ৯৭. কুরবানির পশু আত্মীয়-স্বজনদের মাঝে বা নিজের বন্ধু বান্ধবদের মাঝেবণ্টন করে দেওয়া জায়েয। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবীদের মাঝে কুরবানির পশু যাবেহ করার জন্য বণ্টন করে দিয়েছেন।[91]

মাস’আলা: ৯৮. যাবেহের পূর্বে অযু করা বা যাবহের জন্য অযু করতে হবে মনে করা বিদ’আত।

মাস’আলা: ৯৯. যাবেহের সাথে সাথে পশুর হাত পা ভেঙ্গে দেয়া বিদআত ও নিষিদ্ধ কাজ।

মাস’আলা: ১০০. যাবেহের সময় পশুকে কষ্ট দেয়া মাকরূহ বা অপছন্দনীয়।

মাস’আলা: ১০১. কুরবানির পশুর গোশত দিয়ে ওয়ালিমা করা বা বিবাহের অনুষ্ঠান করা দুটিই বৈধ।

মাস’আলা: ১০২. যদি কেউ ইদের রাত ১২ টার পর কুরবানির পশু যাবেহ করে তাহলে তার কুরবানি বৈধ হবে না। বরং তাকে এর স্থলে আরেকটি কুরবানি করতে হবে।

মাস’আলা: ১০৩. কুরবানির পশু যাবেহ করা উত্তম না ঐ পরিমাণ অর্থ আল্লাহর রাস্তায় সদকা করা উত্তম? এ বিষয়ে আলেমদের বিশুদ্ধ বক্তব্য হচ্ছে কুরবানির পশু যাবেহ করা

---

[90]. মানারুস সাবীল ১/২৮০।

[91]. সহীহ আল-বুখারী।

সর্বোত্তম কাজ। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমনটি করেছেন। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাদ রহিমাহুল্লাহ বলেন, একটি ছাগল কুরবানি করা আমার কাছে আল্লাহর রাস্তায় ১০০ দিরহাম সদকা করার চেয়ে অতি উত্তম।